দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 14 AUG 2008 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩ .....

মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় সংকট

৮৫৩ পদের মধ্যে ৬১৫টি শূন্য

॥ নিজামুল হক ॥

দেশের সাড়ে ২৬ হাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয় নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার দায়িত্বে থাকা প্রশাসনের ৮৫৩ টি পদের মধ্যে ৬১৫টি পদই শূন্য। ফলে শিক্ষকদের নানা সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে কর্মকর্তারা হিমশিম খাচ্ছেন। শিক্ষকরাও নানা হয়রানির শিকার হচ্ছেন।

দেশের সরকারি-বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নানা অনিয়ম ও দুর্নীতি রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ প্রেরণ এবং বিদ্যালয়ের দেখ-ভাল করার দায়িত্ব এ প্রশাসনের হাতে থাকলেও শিক্ষক বাদে মাত্র ৪৩ জন কমকর্তা দিয়ে চলছে এ প্রশাসন। প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ উপ-পরিচালকের ১০টি পদই শূন্য। এছাড়া সহকারি পরিচালকের ২টি পদের মধ্যে দুটিই, বিদ্যালয় পরিদর্শকের ৮টি পদের মধ্যে ৬টি, বিদ্যালয় পরিদর্শিকার ৮টির মধ্যে ৩টি, সহকারি বিদ্যালয় পরিদর্শক এবং সহকারি বিদ্যালয় পরিদর্শিকার ১৬টি পদের সবই শূন্য। বিদ্যালয় পরিদর্শক দিয়ে চলছে উপ-পরিচালকের দাপ্তরিক কাজ। প্রধান শিক্ষককে দিয়ে চালাচ্ছেন সহকারি পরিচালকের কাজ। ফলে প্রশাসনিক কাজে স্থবিরতা চলছে।

দেশের সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৩১৭টি প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকার পদের মধ্যে ২৩৫টি পদই শূন্য। এর মধ্যে সরকারি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের ১৭০টিন মধ্যে ১৩৪টি, প্রধান শিক্ষিকার ১৪৭টির মধ্যে ১০১টি পদ শূন্য। সহকারি প্রধান শিক্ষকের ২০০ পদের মধ্যে ১২৩টি এবং সহকারি প্রধান শিক্ষিকার ১৬৪টি পদের মধ্যে ১৩৪টি, জেলা শিক্ষা অফিসারের ৬৪ পদের মধ্যে ৪৪টি এবং সহকারি জেলা শিক্ষা অফিসারের ৬৪ টির মধ্যে ৪৯ টি পদ শূন্য রয়েছে।

সূত্র জানিয়েছে, আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে শূন্য পদে লোক নিয়োগ দেয়া যাচ্ছে না। শিক্ষকদের পদগুলো ক্যাডারভুক্ত না হওয়ায় সংস্থাপন মন্ত্রণালয় শিক্ষকসহ এসব পদে নিয়োগে আপত্তি জানিয়েছে। সূত্র জানায়, নিয়োগ বিধি ১৯৮১,১৯৮৫ এবং ১৯৮৯ অনুযায়ী সহকারি জেলা শিক্ষা অফিসার, সহকারি প্রধান শিক্ষক এবং সহকারি প্রধান শিক্ষিকার মোট পদের ৮০ ভাগ সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্য থেকে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ পেয়ে আসছিলেন। এবং বাকি ২০ শতাংশ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ হতো। কিন্তু ২০০৪ সালের ২৫ অক্টোবর সরকার ১৯৮১, ১৯৮৫ এবং ১৯৮৯ সালের নিয়োগ বিধিটির একটি সংশোধনী আদেশ জারি করে এবং তা বাস্তবায়নের নির্দেশ দেয়। এ সংশোধনীতে বলা হয়, সহকারি জেলা শিক্ষা অফিসার, সহকারি প্রধান শিক্ষক এবং সহকারি প্রধান শিক্ষিকার মোট পদের ৫০ ভাগ পূরণ করা হবে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং সরকারি কলেজের শারীরিক শিক্ষকদের মধ্য থেকে।

শিক্ষকরা এ ব্যাপারে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে সরকারের এ গেজেট বাতিলের দাবি জানান। তাদের বক্তব্য, শিক্ষকদের ৮০ ভাগ পদোন্নতি পেতেই ৩০ থেকে ৩৫ বছর সময় লেগে যায়। সেখানে ৫০ ভাগ পদোন্নতি পেতে কী সময় লাগবে তা অনুমেয়। শিক্ষকদের এ দাবির প্রেক্ষিতে ২০০৭ সালে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক দিলারা হাফিজ শিক্ষা সচিবের কাছে প্রকাশিত গেজেটের কার্যকরিতা স্থগিত রাখার দাবি জানান। মাউশি সূত্র জানায়, এ অধিদপ্তরের একজন পরিচালকের পক্ষে ৬ শতাধিক শূন্য পদ নিয়ে প্রশাসনিক কর্মকান্ড পরিচালনা করতে সমস্যা হচ্ছে। এ কারণে মাধ্যমিক পর্যায়ের কর্মকান্ড চলেছে ধীর গতিতে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (মাধ্যমিক) আ ন ম শরীফ জানান, পদ শূন্য থাকার পরও কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। সরকারি মাধ্যমিক শিক্ষা সমিতির সাধারণ সম্পাদক এমারত হোসেন মিয়া জানান, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য কোন 'অভিভাবক' না থাকায় অচলাবস্থা চলছে। তিনি মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য আলাদা অধিদপ্তর গঠনের দাবি জানান।